"কাবা কেন আল্লাহর ঘর ?"

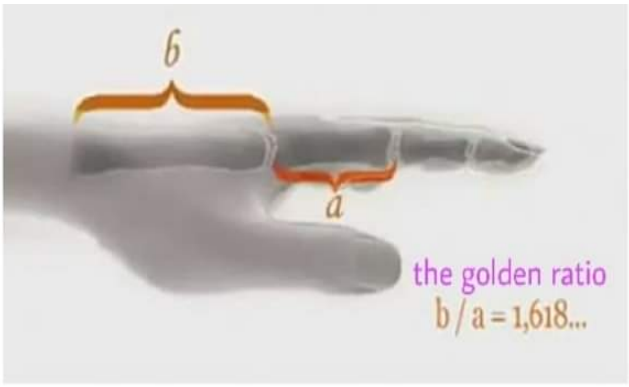

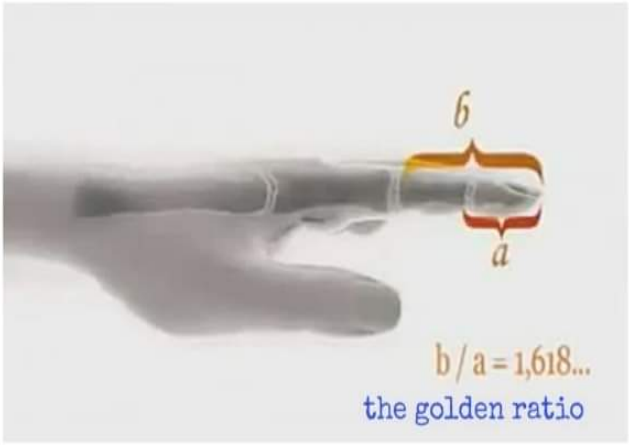

মোঃ নাজমুল হক
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী
সরকারী এডওয়ার্ড কলেজ
পাবনা

সিঙ্গারা খেতে বেশ মজা , তবে যদি ভিতরে নরম ছোলা বুট ভুনা দেয়া থাকে তবে তার জুড়ি মেলা ভার !! তারপর যদি গরুর খাঁটি দুধ-চা পেয়ে যাই তাহলে তো কথাই নেই। সব কিছুকে ছাপিয়ে যদি আকাশ-জুড়ে বৃষ্টি নামে তখন টিনের চালের চাস্টলে বসে আড্ডা মারার মজাটা কিভাবে মিস করি বলুনতো ??

আমরা দুই বন্ধু আমি আর উত্তম চাস্টলে বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। সাজিদকে ফোন দিয়েছি। সেও কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। কিছু দিন আগে আমি সৌদিতে ওমরা করে এসেছি । আজকের আড্ডায় সেই কথাটা আমি উত্তমকে বলতে শুরু করলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি উত্তমকে বলতে লাগলাম - " জান বন্ধু, কাবা মসজিদ কে দৃষ্টির সীমানায় রেখে নামাজ পড়ার যে কি মজা তা ভাষায় বোঝানো সম্ভব না । মনে হয় স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করছি ,তাঁর পরম স্পর্শ আত্মার ভিতরে অনুভব করছি , নামাজে সিজদার সময় মনে হয় যেন আমার কপাল তাঁর পা কে স্পর্শে করে আছে। আছর নামাজ পড়ে মাগরিব নামাজ পর্যন্ত কাবা মসজিদের সামনে বসে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, কখনো মনের ভুলেও চোখের পলক ফেলতে পারিনি , কখন যে মাগরিবের আজান হয়ে গেছে টেরই পাইনি।"

বন্ধু উত্তম এক কাপ শেষ করে আরেক কাপের অর্ডার দিল । সে আমার কথাগুলো শুনছিল - যেন কোন বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে যদি তরকারিতে ঝাল বেশি হয় তাহলে যেরকম বলাও যায় না আবার সহ্য করে গিলতেও হয় , তার অনুভূতি অনেকটা সেরকমই ছিল । আমার কথায় ছেদ বসিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠলো- "তোমাদের কাবা ঘরের সাথে আমাদের শিবলিঙ্গের দর্শনগত কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে - এক দিক থেকে বিচার করলে কিন্তু শিবলিঙ্গ ও কাবা মসজিদ অনেকটা একইরকম - কাবা মসজিদের রং কালো, শিবলিঙ্গের রং ও কালো। কাবা মসজিদ কে তোমরা মুসলমানেরা মাথা নত করে সিজদা করলে যদি পূণ্য হয় তাহলে আমরা শিবলিঙ্গের গায়ে দুধ-ঘি ঢেলে প্রণাম-উপাসনা করলে সমস্যা কোথায় ? নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখো , আসলে ভক্তির গভীরতা উভয় ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। আমাদের শিবলিঙ্গ যদি কালো একটা পাথর বৈ কিছু না হয় তোমাদের কাবাঘরও তো কাল একটা ঘর বৈ তো কিছু নয়।"

উত্তম আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেক বিষয়ে তার সাথে আমার মতের গভীর মিল রয়েছে। জীবনে অনেক সিদ্ধান্ত আমরা একে অপরকে বলে একসাথে নিয়েছি - আমাদের অদ্ভুত মনের মিল আমাদের এই গভীর বন্ধুত্বের একমাত্র কারণ । কিন্তু আজকে হঠাৎ এই বিষয়টা নিয়ে সে এমন ভাবে রেসপন্স করল যে আমার কাছে মনে হল পুরো বন্ধুত্বের সম্পর্ক যেন অর্থহীন হয়ে পড়েছে । বিশ্বাসের একবারে শিকড় ধরে এমনভাবে টান দিল, বিশ্বাসের মূলে এমনভাবে ধাক্কা দিল - আমি সম্পুর্ন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম -আমি অত্যন্ত অসহায় ভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ পিছন থেকে সাজিদ আমার কাঁধে হাত রেখে মুছকি হেসে বলল - "কি ব্যাপার আমাকে ছাড়াই চা-সিঙ্গারা খাওয়া শুরু করে দিয়েছো? " এরকম অপ্রস্তুত সময়ে মনে মনে সাজিদকেই আমি চাচ্ছিলাম , সে সময় মতই হাজির হয়েছে... সে এসে পাশে বসল আর চা সিঙ্গারা দিতে বলল । চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল - " কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ? মুখ ভারি কেন ? উত্তম আমাকে কিছু বলতে না দিয়েই বলল- "তোমরা নামাজে সিজদা কর কাবা ঘরকে, নাকি সৃষ্টিকর্তা কে ? একটা চারকোণা ঘরের সামনে মাথা নত করে তোমরা আসলে কাকে সম্মান প্রদর্শন করতে চাও ?"

আমার ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ছিড়ে যাবার উপক্রম । উঠে দাড়ালাম। সাজিদ আমাকে থামিয়ে হাসি মুখে বলতে শুরু করল -"উত্তম ধর তুমি পকেটে হাত-রুমাল বের করতে গিয়ে হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেল। তুমি রুমাল তোলার জন্য মাথা নীচু করলে ,তাহলে কি তুমি রুমালের সামনে মাথা নত করলে ? অথবা যখন তুমি কোন গুনীজনের পায়ের জুতা স্পর্শ করে প্রণাম কর তখন মূলত জুতার কাছে মাথা নত কর নাকি যার পায়ে জুতাটি আছে তাকে ভক্তি দেখাও ? যখন কোন প্রিয় মানুষ গোলাপ উপহার দেয় তখন সেই গোলাপ সযতনে শিয়রের কাছে লুকিয়ে রাখো - তখন ফুলটিই প্রধান নাকি ফুলটি যে হাত থেকে পেয়েছো তার স্পর্শ প্রধান ? আমরাও তেমনি নামাজে যখন কাবা ঘরের দিক সিজদা করি তখন মূলত আল্লাহর আদেশ পালন করি মাত্র , কাবাঘর এখানে একটা উপলক্ষ্য মাত্র।"

উত্তম শুনছে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো । সাজিদ বলে চলল - " ধর একটা বৃত্ত আঁকতে চাও। বৃত্ত আঁকার জন্য একটা কেন্দ্র প্রয়োজন হয় । কেন্দ্র স্থির না থাকলে বৃত্ত আকা যায় কি ? বৃত্ত আকার পর যদি কেন্দ্র মুছে দেই তাতে বৃত্তের কোন ক্ষতি হয়কি ? কাবাকে ঠিক একটি বৃত্তের কেন্দ্র কল্পনা কর । এখন কাবা ঘর যেখানে অবস্থিত তা মুসলমানবিশ্বের কেন্দ্র ধরি আর সেখান থেকে যদি কাবার ঘরকে সরিয়ে নেয়া হয় তাহলেও সকল মুসলমানজাহান কি নামাজের কিবলার দিক পরিবর্তন করবে ? অবশ্যই না। প্রথমে কিন্তু নামাজের কিবলা ছিল বায়তুল আকসা যা জেরুজালেমে অবস্থিত । পরবর্তীতে নবী (সাঃ) এর মনের আন্তরিক ইচ্ছাকে সম্মাণ দিতে কাবার দিকে কিবলার দিক পরিবর্তনের আদেশ করেন আল্লাহ । এতে বুঝা গেল কিবলার দিক কোন টা তার চেয়ে আল্লাহর আদেশ হলো মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কাবা ঘর একটি উপলক্ষ্য মাত্র সকল মুসলমানকে এক সুতায় বাঁধার । যেখানে কাবা ঘর সেখানে যদি সেটা নাও থাকত তবুই আমরা ঐ দিকেই মুখ করে নামাজ পড়তাম।

উত্তম কথাগুলো শুনল , কিন্তু ওতটা convinced হলোনা। সে বলল - "so what?" সাজিদ এবার উত্তমকে বলল - " তুমি কি **Golden Ratio** সম্পর্কে জান ?" উত্তম বলল - সেটা আবাব কি? সাজিদ বলতে লাগল - এই যে আমাদের বিশ্বজগৎ কত সুন্দর , মনমুগ্ধকর - সৃষ্টি জগতের সকল সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্যের পিছনে একটি রহস্যময় অনুপাত লুক্কায়িত অবস্থায় কাজ করছে । একজন মানুষের মুখমন্ডল, হাত , পা সহ সকল জয়েন্টে এই অনুপাত রক্ষা করা হয়েছে । উত্তম, তোমার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাপো আর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মেপে ভাগ কর দেখবে ভাগফল হবে প্রায় ১.৬১৮। আবার তোমার কাঁধ থেকে কুনুই পর্যন্ত দৈর্ঘ্যকে কুনুই থেকে হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করলেও একই ফল পাবে। এই অনুপাতটি golden ratio নামে পরিচিত যার মান ১.৬১৮ । এমন কি মানবজীবনের মূল গঠন DNA এর প্রতিটি মলিকুউল এর দৈর্ঘ্য ৩৪ Angstrom আর প্রস্থ ২১ Angstrom যার আনুপাত এই golden ratio সমান । উত্তম চুপ করে শুনছিল সাজিদের কথা গুলো । হঠাৎ তাকে থামিয়ে সে প্রশ্ন করে বসল - "সবতো বুঝলাম। কিন্তু পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে আল্লাহ মক্কার কাবাঘরই বা কেন নির্বাচন করলেন নামাজের দিক হিসেবে? আর তোমার golden ratio এর সাথে কাবাঘরের সম্পর্কই বা কি ? বুঝলাম না কিছুই "।

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে আমার স্মার্টফোনটা বের করতে বলল। আমি আমার Redmi Note 9 ফোনটা বের করলে সে google সার্চ ইঞ্জিন এ গিয়ে এতে "kaaba latitude" লিখে search দিতে বলল । উত্তম হা করে সাজিদের কাজ-কর্ম দেখছে । আমি কথা মত কাজ করলাম । google উত্তর দিল 22.4221N অর্থাৎ কাবার অক্ষাংশ ২৪.৪২২১ ডিগ্রি উত্তর । এবার সাজিদ বলতে শুরু করল - কাবার ভৌগলিক অবস্থান ২১.৪২ ডিগ্রি উত্তর

হওয়ায় উত্তর মেরু থেকে কৌণিক ব্যবধ্যান = ৯০ - ২১.৪২ = ৬৮.৫৮ ডিগ্রি । আবার দক্ষিণ মেরু থেকে কাবার কৌণিক ব্যবধ্যান হবে ৯০ + ২১.৪২=১১১.৪২ ডিগ্রি । এবার ফোনের ক্যালকুলেটর অ্যাপ বের করে আমাকে সাজিদ ১১১.৪২ কে ৬৮.৫৮ দিয়ে ভাগ করতে বলল । উত্তম এবার নড়েচড়ে বসেছে । চোখে তার কৌতুহলের স্ফুলিংগ ঠিকরে পড়ছে । তাড়াহুড়ে করে সে আমাকে বলল - ভাগফল কত হল?? আমি তাকে ভাগ করে ফোনের স্ক্রিং দেখালাম : ১.৬২৪ । উত্তম এতক্ষণে পুরো ব্যাপার টা বুঝতে পরে রীতিমত আনন্দে লাফিয়ে উঠল । সে বলে উঠল - "oh my goodness ! what a miracle!!" সাজিদ মুচকি হেসে বলল - কাবা ঘর দুই মেরুর সংযোগ রেখা কে এমনভাবে ভাগ করেছে যা golden ratio এর সাথে মিলে যায় । আমি শেষ পর্যন্ত একটা বিজয়ের হাসি হেসে উত্তমের দিকে তাকালাম । সেও তখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে - নতুন এক সত্যকে আবিস্কারের আনন্দ তার চোখে মুখে । হঠাৎ সাজিদের ফোন বেজে উঠল । তাকে এখনই যেতে হবে । সে যেতে যেতে বলল - আর শোন উত্তম , হিসেবের যে সামান্য গড়মিল অর্থাৎ ১.৬২৪ - ১.৬১৮= ০.০০৬ এটা মূলত পৃথিবী সম্পুর্ণ গোলাকার না হয়ে কমলালেবুর মত হবার জন্যই । অথাৎ পৃথিবী যে পুরোপুরি বৃত্তাকার নয় সেও এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল ।"